দৈনিক
ইত্তেফাক
তাং-২০-০১-২০২০

বড় অংকের বিনিয়োগ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

ড. এম. আজিজুর রহমান

বাংলাদেশসহ অধিক সংখ্যক উন্নয়নশীল দেশ দারিদ্র্যপীড়িত। বিশ্বে বেশিরভাগ লোকই দরিদ্র। সবচেয়ে ঘনবসতি ও জনবহুল, ক্ষুদ্র এই বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান, দারিদ্র্যপীড়িত এবং গ্রামীণ। বাংলাদেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামবাসীর সিংহভাগই দরিদ্র। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীও বেশিরভাগ গ্রামে বাস করে। যদিও সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই তবুও অনেকের ধারণা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের শতকরা ৪০ ভাগ লোক দারিদ্র্যপীড়িত, যার অর্ধেক বা শতকরা ২০ ভাগ লোক হতদরিদ্র্য বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, যদিও শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামবাসীর ভেতের দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী সংখ্যা বিষয়ক সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। বাংলাদেশ সাদৃশ্য আফ্রো-আফ্রিকান দেশগুলো এবং বৃহৎ ভারতের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সাপেক্ষে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশে গ্রামবাসীর শতকরা ৭০-৮০ ভাগই দরিদ্র। আবারও উল্লেখ্য, বিশ্বে বেশিরভাগ লোকই দারিদ্র্যপীড়িত। তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হওয়াটাই হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক অর্থনীতি। রাজনৈতিক-অর্থনীতি মতে মানুষের ভেতরে তিন ধরনের সমতা বা ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়; যেমন (ক) রাজনৈতিক-ভোটাধিকার ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, (খ) কর্মসংস্থান, চাকরি সংশ্লিষ্ট নিয়োগ সুবিধা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসব সেবামূলক কর্মকা .এবং সামগ্রিকভাবে প্রদেয় বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ ও নাগরিক সুবিধা এবং (গ) সামাজিক আয় ও ভোগ-সুখের সুষম বণ্টন। সাধারণ মানুষ ও সমাজের কাছে প্রথম দুই ধরনের সাম্যতা গ্রহণযোগ্য হলেও তৃতীয়টি বা আয়ের সুষম বণ্টন বড়ই অবাস্তব। কারণ আয়ের সুষম বণ্টন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ ও সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সামাজিক দক্ষতা অর্জনের বড়ই প্রতিকূল। মানুষের মেধা ও দক্ষতা একইরূপ হয় না। মেধাবী, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং কঠোর পরিশ্রমী, ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবেই বেশি উপার্জন করে এবং পার্থিব জীবনে বেশি সুখী হয়। কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত আমার আয় ও সুখ-ভোগ অন্য কারোর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে দিলে স্বাভাবিকভাবেই আমার ওজর আপত্তি থাকবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববাসী ও বাংলাদেশ-বিশ্বের বেশির ভাগ লোকই দারিদ্র্যপীড়িত। তাদের গড়পড়তা আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সবকিছুই অপ্রতুল। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ এবং মূলধন গঠন, আবার পুনঃবিনিয়োগ ও সংশ্লিষ্ট উৎপাদন খুবই কম। দারিদ্র্যপীড়িত মানুষগুলো ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমান ভোগ চাহিদা মেটাতে আয়-উপার্জনের অধিকাংশ ব্যয় করতে বাধ্য হয়। সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য অতি অপ্রতুল বা খুব সামান্যই সঞ্চয় করতে পারে। বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই থাকে না। অর্থনীতির ভাষায় দারিদ্র্যপীড়িত এই পরিস্থিতিকেই বলা হয় দারিদ্র্যতার দুষ্ট চক্র (The vicious cycle of poverty)। দারিদ্র্যতার দুষ্ট চক্রের ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে BIG-PUSH investment-এর কোন বিকল্প নেই। অর্থাৎ তোলা ভাতে পোলা বাঁচে না"। বাচ্চার স্বাস্থ্য গঠন সাপেক্ষে ন্যূনতম পুষ্টির দরকার। দারিদ্র্যপীড়িত একটি অর্থনীতির এ ন্যূনতম পুষ্টি যোগান বা তদসাদৃশ্য একটি বৃহৎ আকারের বিনিয়োগ হয়, যাকে আমরা বলি BIG-PUSH বিনিয়োগ। BIG-PUSH বিনিয়োগের শর্তগুলো নিম্নরূপ:Large-scale production function বা Big-size investment, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে বর্তমান ভোগ বিলাস হ্রাস করা এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ সৃষ্টি করা, সামাজিক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ, পারস্পরিক নির্ভরশীল শিল্প কারখানা গঠন, সু-উচ্চ সঞ্চয় প্রেক্ষিতে স্থায়ী আয় ও উপার্জন, রপ্তানিখাত সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক বা সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং সর্বশেষ নির্দেশনা হিসেবে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প খাতের মতো সম্পূরক ও পরিপূরকখাতে সমান্তরালভাবে উন্নয়ন।

Big-push investment দেশের দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে, যেমন জনগণের আবাসন, যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিগত দ্রব্য সামগ্রী, সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত উৎপাদন, GDP বা প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। স্বল্প মেয়াদি ভিত্তিতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় যা অবিরত বিনিয়োগের মাধ্যমে ধরে রাখার প্রচেষ্টাই অর্থনৈতিক সফলতা। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে মূলধন গঠন, বিনিয়োগ ও উৎপাদন সামগ্রী এবং আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। Big-push বিনিয়োগের ফলে দেশে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক সরবরাহ দুটোই দীর্ঘমেয়াদি সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। Investment বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন foreign-, domestic-& government investment এবং tangible ও intangible investment ইত্যাদি। উন্নতমানের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন, প্রযুক্তি জ্ঞান ও মানবসম্পদ গঠন ইত্যাদি যা দৃশ্যমান নয় এমন বিনিয়োগকে intangible investment বলে। অনেক দেশেই বাসস্থান বাবদ আবাসিক investment মোট জাতীয় আয়ের কমবেশি শতকরা ২০-২৫ ভাগ, আর ব্যবসায় বাণিজ্যসহ বিভিন্ন উৎপাদন কারখানা, inventory ইত্যাদি সব মিলে প্রায় সামগ্রিক বিনিয়োগ হয় জাতীয় আয় থেকে শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৭৫ ভাগ। পুনরায় উল্লেখ্য, বিনিয়োগের পূর্বশর্ত হিসেবে এবং সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গঠনে বর্তমান ভোগ হ্রাস করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা'। সহজ ভাষায় বলতে হয় আমরা এখন বেশি বেশি Pizza না খেয়ে Pizza oven তৈরি করব। যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা বেশি Pizza খেতে পারি। Big-push investment এবং large-scale production function বা large-scale investment বাক্যাংশ বা ধারাগুলোর পরস্পর সহ-অবস্থান। বৃহৎ আকারের উৎপাদন ও উপার্জন সম্ভব হলে স্বাভাবিকভাবেই তার সবটুকু ভোগ করে তাৎক্ষণিকভাবে শেষ করা যায় না আবার উচিতও নয়। বৃহৎ আকারের উৎপাদন মানেই বৃহৎ সঞ্চয় ও বৃহৎ বিনিয়োগ, আবার বৃহৎ পুনঃউৎপাদন। ক্ষুদ্র আকারের বিনিয়োগ বা small-scale উৎপাদন করে দারিদ্র্যপীড়িত দেশের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রায় অসম্ভব। ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায় নতুন নতুন দ্রব্যাদি তৈরি ও বাজারজাতকরণের নমনীয়তা থাকলেও এ ধরনের কোম্পানি, খামার, ফার্ম যেকোন মুহূর্তে আবার লাপাত্তা হয়ে যায়। তারা বড় ধরনের মূলধন গঠনে বড় বড় বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কারণ তারা ছোট। ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদন সম্ভাবনা ও পরিবেশ ঝুঁকিমুক্ত নয়। ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদন কার্যক্রমে উৎপাদনের উপকরণগুলো অনুকূল সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদন কার্যক্রমে উৎপাদনের উপকরণগুলো দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যায় না। একটি দেশে বড় বড় উৎপাদন কেন্দ্র বা কর্পোরেশনগুলো দেশের সামগ্রিক চাহিদার বেশি ভাগ দ্রব্য ও সেবামূলক সামগ্রী তৈরি করে, কারণ মূলধন বিনিয়োগ ও অর্জন সুবিধা ইত্যাদির দরুন বৃহৎ আকারের উৎপাদন তাদের পক্ষে সম্ভব। Large-scale উৎপাদন কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের মূলধন গঠন করতে সক্ষম এবং বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগের ভেতরে সমন্বয় সৃষ্টি করে ব্যবসায়ের ঝুঁকি সহজেই হ্রাস করতে পারে, যা একটি ক্ষুদ্র আয়তনের উৎপাদন কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বড় বড় কর্পোরেশন, ব্যাংক, saving certificate, stock market বিভিন্ন উৎস থেকে অতি সহজেই শতকোটি টাকার মূল্যের মূলধন সংগ্রহ করতে পারে যা ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া বড় বড় উৎপাদন কারখানাগুলো specialization এবং division of labor ইত্যাদির দক্ষ শ্রমের সুবিধা নিতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কার্যক্রম দক্ষতার সাথে ত্বড়িত গতিতে সম্পন্ন করে বৃহৎ আকারের উৎপাদনের সম্ভাবনা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

দেশি বিদেশি বিনিয়োগ স্বার্থে জ্বালানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, রেলওয়েসহ বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সামাজিক মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ বিশেষভাবে সহায়ক। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি সরবরাহে মানবিক মূলধন গঠন ও শ্রমিক দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। দ্রুত উন্নয়নের পাথেয় বা ভিত্তি হিসেবে প্রাথমিকভাবে কৃষি উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি উন্নয়নের সাথে সাধারণ মানুষসহ কৃষকদের শিল্প দ্রব্যসামগ্রী (Industrial Production) এর চাহিদা বৃদ্ধি এবং শিল্প কারখানা গড়ে ওঠবে। অর্থাৎ সম্পূরক ও পরিপূরক হিসাবে কৃষি ও শিল্প দুটো খাতই সমান্তরালভাবে সমৃদ্ধ হবে। শিল্প কারখানাগুলো হতে হবে পারস্পরিক নির্ভরশীল। শিল্পখাতে আলাদাভাবে শুধু একটি শিল্প উন্নয়ন হবে ঝুঁকিপূর্ণ। দরকার বাজারজাতকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা এবং বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রির চাহিদা ও সরবরাহ সৃষ্টি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পোশাক শিল্প উন্নয়নের সাথে সাথে পোশাক শিল্প কর্মীদের কাছে এ্যারোমেটিক কসমেটিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো উল্লেখ্য– চিনি, চা ও দুধ ইত্যাদি হচ্ছে পরস্পর সম্পূরক দ্রব্য। চা শিল্প উন্নয়ন করলে সমান্তরালভাবে প্রয়োজন মাফিক চিনি ও দুগ্ধ খামারের উন্নয়ন হবে। এভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পূরক বা complementary, পরিপূরক ও অনুপূরক শিল্প গঠন করে প্রত্যেকটি শিল্পের ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশগুলো যেমন, Asian tiger বা সিংগাপুর, তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি দেশগুলো বৃহৎ আকারের বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছে। তারা দেশি-বিদেশি ঋণ করে হলেও Big-push বিনিয়োগ করছে, রপ্তানিখাতের সম্প্রসারণ করতে পেরেছে, জ্ঞান বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জন ও কঠোর পরিশ্রম করার পরিবেশ সৃষ্টি করে রপ্তানিখাতের সম্প্রসারণ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উপরিউক্ত দেশগুলোসহ অগ্রগামী উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সফলতা সুস্পষ্টভাবে Big-push বিনিয়োগেরই স্বাক্ষর রাখে।